পাপ-পুণ্যের হিসেব নিকেশ

রমজান মাস বৎসরের শ্রেষ্ট ও পবিত্র মাস, সংযমের মাস, অনাহারীদের পেটের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার মাস, সীমাহীন রহমত-ফজিলতের মাস। এ মাস হাতে-পায়ে বেড়ী পরানো শয়তানের কারাবাসের মাস। এ মাসের তিরিশটি দিন ও রাত্রি নন্-ষ্টপ আকাশের ছিদ্র ভেদ করে ফোটা-ফোটা বৃষ্টির মত ঝর-ঝর করে আল্লাহ্‌র রহমত পড়ে। রমজান মাসের শবে-কদরের রাতে ১৭০ মাইল বেগে রহমতের ঝড় বয়ে যায় পৃথিবীর ওপর দিয়ে। রহমতের বন্যায় ভেসে যায় সারা পৃথিবী। এ বছর জগতের মানুষ কি পরিমান পাপ করেছে, আর শবে-বরাতের রাত সহ সারা বছরে সর্বমোট কত টন, কত কেজি রহমত, সাত আসমানের ওপরে স্টোক করা বেহেস্তের গোদাম থেকে ধরাপৃষ্ঠে বিতরণ হলো, তা ওজন বা কোন ড্যাটা সিষ্টেমে রেকর্ড করে কেউ রাখে নাই। কিন্তু সারা বছরে আল্লাহ্ কতবার গোস্বা করেছেন, তার গোস্বার তীব্রতা, এবং আল্লাহ্‌র সন্ত্রাসী আক্রমনে পৃথিবীর মানুষের জান-মাল, ধন-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ও সঠিক হিসেব বিশ্বের সবাই জানে। ২০০৫ সালে আল্লাহ্‌কে কোন্ দেশের কোন্ জাতী, কতবার রাগান্বিত করেছেন, আর সেই রাগের-বশে আল্লাহ্ সে জাতীকে কেমন শাস্তি দিয়েছেন ও তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেয়া হলো-

তারিখ	গজবের নাম	গজব-বর্ষীত এলাকা	মৃতের সংখ্যা/গৃহহারা
ডিসেম্বর ২০০৪	সুনামী	ইন্দোনিসিয়া, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড	২২৫,০০০
ফেব্রুয়ারী ২০০৫	ভুমি-কম্প	কারমান প্রদেশ, ইরান	৫০০
মার্চ ২০০৫	ভুমি-কম্প	পশ্চিম সুমাত্রা, ইন্দোনিসিয়া	১,৩০০
জুলাই ২০০৫	বন্যা	গুজরাট, ভারত	৬৫ গৃহ হারা ৬৫,০০০
আগষ্ট ২০০৫	বন্যা	মোম্বাই (বোম্বে) মহারাষ্ট্র	১০৫০
আগষ্ট ২০০৫	টর্ণেডো	উইসকনসিন, আমেরিকা	১ গৃহ বিধ্বস্ত ১৮
আগষ্ট ২০০৫	হ্যারিকেন (ক্যাটরিনা)	নিউ অরলিন্‌স, দক্ষিন আমেরিকা	৯৭২
সেপ্টেম্বর ২০০৫	বন্যা	চীন	১২৯
সেপ্টেম্বর ২০০৫	ঘুর্ণী ঝড়	উত্তর ভিয়েতনাম	৫০
অক্টোবর ২০০৫	ঝড়	গুয়াতিমালা, আমেরিকা	৬৫০
অক্টোবর ২০০৫	হ্যারিকেন (ষ্টান)	কস্‌টারিকা, নিকারাগুয়া, দক্ষিণ মেক্সীকো	১০০
অক্টোবর ২০০৫	আগ্নেয়গিরী	এ্যালসালভাদর,	২ (বাস্তুহারা) ১,১০০
অক্টোবর ২০০৫	ভুমি-কম্প	পাকিস্থান, কাশ্মীর, আফগানিস্থান	৪০,০০০

শুধু এ বছরেই যতবার আল্লাহ্‌র রাগ উঠেছে, আর রাগের চোটে ভুমি-কম্প, আগ্নেয়গিরী, হ্যারিকেন, ঝড়, বন্যা, টর্ণেডো, অগ্নি-ঝড়, শিলা-বৃষ্টি, কলেরা, মহামারি, অতিরিক্ত ঠান্ডা-গরম দিয়ে, যত মানুষ ও জীব-জন্তু মেরেছেন এবং ঘর-বাড়ি ধ্বংস করেছেন, ওপরের হিসেবটি তার মূল হিসেবের সিকি-ভাগ হবে। একদিকে টেলিভিশনে প্রচার করা হচ্ছে রমজান মাসে মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমতের বাণী বর্ষনের কথা, ওপর দিকে পাকিস্থানের ৫০ হাজার মুসলমানদের ওপর আল্লাহ্‌র গজবের সংবাদ। একই স্কুলের ৪০০টি শিশু-কিশোরকে দেয়াল চাপা দিয়ে হত্যা ! কোমলমতি শিশুদের বুক ফাটানো চিৎকার, আর্তনাদে আল্লাহ্‌র নিষ্ঠুর মনকে একটুও গলাতে পারেনি। এক সাংঘাতিক মডার্ণ ইসলামিষ্ট ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ শিশুদের অপরাধটা কি ছিল? ডাক্তার গর্বিত সুরে বল্লেন- 'প্রাণের স্রষ্টা যিনি, মালিক যিনি, তিনি যে কোন সময় তার দেয়া প্রাণটা ছিনিয়ে নিলে কারো কিছু বলার আছে? মানুষের জানটাতো তারই দেয়া তারই সম্পদ'। ভদ্রলোক তারপর আল্লাহ্‌র গজব কেন হয়, কিভাবে কখন আল্লাহ্‌ সিদ্ধান্ত নেন, কিভাবে পাপ-অনুযায়ী (শাস্তির) গজবের ন্যায্য পরিমাণ মাপা হয়, তার বিষদ বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। ১০ কেজি ওজনের পাপের জন্যে আল্লাহ্‌ ১০ কেজি গজবই দেন, ওজনে একটুও এদিক সেদিক করেণ না, কারণ আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ন, হিসেবী সুবিচারক। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম- ফোটা ফোটা বুকের দুধ পান করায়ে, তিলে তিলে একটি শিশুকে বড় করে, মা যখন তার সন্তানকে শিক্ষিত করে, ভাল মানুষ করে গড়ে তুলতে স্কুলে পাঠালেন, আল্লাহ্‌ পাথরচাপা দিয়ে মেরে সেই শিশুটিকে তার মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিলেন, এ কেমন কথা? এর নিশ্চয়ই একটা কারণ থাকতে হবে।
ডাক্তার বল্লেন- 'অবশ্যই আছে। আল্লাহ্‌ কারণ ছাড়া কিছু করেণ না। হয়তো বড় হলে এই ৪০০টি শিশু নাফরমান হতো, সন্ত্রাসী হতো, দুনিয়ায় ফিৎনা-ফ্যাসাদ করতো, তাই আল্লাহ্‌ পৃথিবীর মানুষদের স্বার্থেই এদেরকে উঠিয়ে নিলেন।' লক্ষ্য করলাম ডাক্তার সাহেবের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির ঝলক। দারুণ একটা যুক্তি দিতে পেরেছেন বলে প্রসন্ন বোধ করছেন। বল্লাম- বিন্‌-লাদেন, সাদ্দাম হোসেন, ষ্টালিন ও হিটলারকে আল্লাহ্‌ বাঁচিয়ে রাখলেন কেন? বেচারার ঠোঁট থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ঢোঁক গিলে বল্লেন- কোন দেশের জনগণ যখন আল্লাহ্‌র কথা ভুলে গিয়ে, না-ফরমানি করতে করতে একটা সীমায় পৌছে, তখনই আল্লাহ্‌-পাক সেই দেশের জনগণের ওপর একজন জালিম সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেন। জনগণ যদি আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠা না করে, সেই সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়, আল্লাহ সেই জাতীর ওপর গজব বর্ষন করে হুঁশিয়ার করে দেন। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম- পাকিস্থানের ঐ শিশুগুলোর জন্যে আপনার একটুও আক্ষেপ হয়না? উনি বল্লেন- দশ বৎসর আল্লাহ্‌-পাক ঐ শিশুগুলোকে তাদের মা-বাবার কাছে আমানত রেখেছিলেন, যার মাল সে নিয়ে গেলে আক্ষেপ করার কি আছে?

যেমন নিষ্ঠুর আল্লাহ, তেমন তার পুজারীরা। জল-শুন্য তাদের চোখ, মমতাহীন এদের হৃদয়।

আকাশ মালিক-
১৩ অক্টোবর ২০০৫